প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ০৯ – পাঠ করুন প্রেরিত ১৪:১-২০।

অনুগ্রহ করে আবার প্রেরিত ১৪:১-২০ পড়ুন। (যেহেতু এই অনুচ্ছেদটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বহন করে, এটিকে শেষ করার আগে এখানে আরও মনোযোগ দেওয়া ভাল হতে পারে।)

-প্রেরিত ১৪:১ কোনিয়া শহরে পৌল ও বার্নাবাস তাঁদের নিয়ম মতই ইহুদীদের মজলিস-খানায় গেলেন। সেখানে তাঁরা এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও আল্লাহ্‌ভক্ত অ-ইহুদী অনেকেই ঈমান আনল।

প্রশ্ন: "নাজাতের জন্য ঈমান" এটির সবচেয়ে সহজ, সম্পূর্ণ সংজ্ঞা কী?

- সরল সত্য এবং সংজ্ঞা: ঈমান হল আল্লাহর সমস্ত প্রতিশ্রুতি সত্য বলে বিশ্বাস করা। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে আল্লাহর সমস্ত প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর নিখুঁত সময়ে নিখুঁত পরিপূর্ণতায় আনা হবে, মৃত্যু থেকে আমাদের পুনরুত্থান সহ।

থিম নং ১: আপনি কি সত্যিই রোমীয় ১০:৯-১৩ বিশ্বাস করেন? সেই কথা হল, যদি তুমি ঈসাকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং দিলে ঈমান আন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি নাজাত পাবে; কারণ দিলে ঈমান আনবার ফলে আল্লাহ্‌ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন আর মুখে স্বীকার করবার ফলে নাজাত দেন। পাক-কিতাব বলে, "যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে নিরাশ হবে না।" ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ সকলের একই প্রভু। যারা তাঁকে ডাকে তিনি তাদের উপর প্রচুর দোয়া ঢেলে দেন। পাক-কিতাবে আছে, "উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে নাজাত পাবে।"

থিম নং ২: আপনার কি বিশ্বাস আছে যে আপনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান শক্তি এবং ঈসা মসিহের আদেশ দ্বারা পুনরুত্থিত হবেন যিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন?

-১ করিন্থীয় ১৫:২০-২৬ মসীহ্‌কে কিন্তু সত্যিসত্যিই মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছে। তিনি প্রথম ফল, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে যাদের জীবিত করা হবে তাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়েছেন। একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে বলে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠাও একজন মানুষেরই মধ্য দিয়ে এসেছে। আদমের সংগে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষই মারা যায়, তেমনি মসীহের সংগে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে; তবে তার মধ্যে পালা রয়েছে- প্রথম ফলের মত প্রথমে মসীহ্‌, তারপর যারা মসীহের নিজের। মসীহের আসবার সময়ে তাদের জীবিত করা হবে। এর পরে মসীহ্‌ যখন সমস্ত শাসনব্যবস্থা, অধিকার আর ক্ষমতা ধ্বংস করে পিতা আল্লাহ্‌র হাতে রাজ্য দিয়ে দেবেন তখনই শেষ সময় আসবে। আল্লাহ্‌ যে পর্যন্ত না মসীহের সমস্ত শত্রুকে তাঁর পায়ের তলায় রাখেন সেই পর্যন্ত মসীহ্‌কে রাজত্ব করতে হবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, তাকেও ধ্বংস করা হবে।

প্রশ্ন: ঈসা মসীহতে নাজাতের জন্য কেমন ঈমান দরকার? কে প্রকৃত বিশ্বাসের বস্তু যা অনন্ত জীবন বাঁচায় এবং উৎপন্ন করে? ঈমান রক্ষা করার উদ্দেশ্য হল ঈসা মসীহ, যিনি মৃতদের জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন [ইউহোন্না ১১:৪০-৪৪ দেখুন; লূক ৭:১২-১৫; লুক ৮:৫০-৫৬] এবং যাকে আল্লাহ পিতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন এবং সমগ্র মহাবিশ্বের শাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেছেন। [মার্ক ১৬:১৯ দেখুন; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; প্রেরিত ৫:৩১; প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬; রোমীয় ৮:৩৪; কলসীয় ৩:১; ইবরানি ১০:১২; ইবরানি ১২:২; ১ পিতর ৩:২২]।

-রোমীয় ৪:২-৪ কাজের জন্যই যদি ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তো তাঁর গর্ব করবার কিছু আছেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র সামনে তাঁর গর্ব করবার কিছুই নেই। পাক-কিতাবে লেখা আছে, "ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।" কাজ করে যে বেতন পাওয়া যায় তা দান নয়, পাওনা।

প্রশ্ন: ইব্রাহিম কি বিশ্বাস করেছিলেন? উত্তর: আব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে আল্লাহ একজন উত্তরাধিকারী তৈরি করবেন যদিও তিনি এবং সারাকে সন্তান উৎপাদনের অতীত বলে মনে করা হয়েছিল।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

- পয়দায়েশ ১৫: ৪-৫ তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর গোলামদের বললেন, "তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি ওখানে যাব। ওখানে আমাদের এবাদত শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

- পয়দায়েশ ২২:১৫-১৮ মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে ইব্রাহিমকে আবার ডেকে বললেন, "তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে পিছ্পা হও নি। সেইজন্য আমি মাবুদ নিজের নামেই কসম খেয়ে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক দোয়া করব, আর আসমানের তারার মত এবং সমুদ্র-পারের বালুকণার মত তোমার বংশের লোকদের অসংখ্য করব। তোমার বংশের লোকেরা তাদের শত্রুদের শহরগুলো জয় করে নেবে, আর তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া পাবে। তুমি আমার হুকুম পালন করেছ বলেই তা হবে।"

-ইবরানী ১১:১১-১৩ যদিও সারার সন্তান হবার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল তবুও ঈমানের জন্যই তিনি ইব্রাহিমের সন্তান গর্ভে ধরবার শক্তি পেয়েছিলেন, কারণ তিনি ঈমান এনেছিলেন, যিনি ওয়াদা করেছেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য। এইজন্য বয়সের দরুন অকেজো শরীর নিয়েও ইব্রাহিম আসমানের তারার মত এবং সাগর পারের বালুকণার মত অসংখ্য সন্তানের পিতা হয়েছিলেন।

-ইবরানী ১১:১৭-১৯ ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করবার সময় তিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের জন্যই ইসহাককে কোরবানী দিয়েছিলেন। যাঁর কাছে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন তিনিই তাঁর অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে যাচ্ছিলেন। এ সেই ছেলে যাঁর বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে।" ইব্রাহিম তাঁকে কোরবানী দিতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আর বলতে কি, ইব্রাহিম তো মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন।

যেহেতু মৃত্যুর ভয় আদম-হাওয়ার গুনাহের সাথে এসেছিল, তাই এটি মানবজাতির সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মসিহ মৃত্যুর পাপের শাস্তি দিতে এসেছিলেন যারা মৃত্যুর বর্তমান ভয় এবং মৃত্যুর শাশ্বত শক্তি উভয় থেকে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস করবে তাদের উদ্ধার করতে। ইব্রাহিম বিশ্বাস করেছিলেন যে আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিশ্রুত সন্তানদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করতে পারেন।

-ইবরানী ২:১৪-১৬ সেই সন্তানেরা হল রক্ত-মাংসের মানুষ। সেইজন্য ঈসা নিজেও রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই ইবলিসকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন গোলামের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন। ঈসা ফেরেশতাদের সাহায্য করেন না, বরং ইব্রাহিমের বংশধরদেরই তিনি সাহায্য করেন।

-গালাতীয় ৩:৫-৯ ইব্রাহিমের কথা ভেবে দেখ। পাক-কিতাবে লেখা আছে, "ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর আল্লাহ্ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।" এইজন্য তোমরা এই কথা জেনো, যারা ঈমান আনে কেবল তারাই ইব্রাহিমের বংশধর। পাক-কিতাবে আগেই লেখা হয়েছিল, ঈমানের জন্যই আল্লাহ্ অ-ইহুদীদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন। ইব্রাহিমের কাছে এই কথা বলে আগেই সুসংবাদ জানানো হয়েছিল, "তোমার মধ্য দিয়েই সব জাতি দোয়া পাবে।" তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান এনে ইব্রাহিম যেমন দোয়া পেয়েছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর পর থেকে যারা ঈমান আনে তারাও সেই দোয়া পায়।

সমস্ত লোক যারা ইব্রাহিমের মতো বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে তাদের নিজের মৃত্যুর পর আল্লাহর নিখুঁত পুত্র, ঈসার ধার্মিকতার সাথে ধার্মিক এবং অভিযুক্ত করা হবে। এই কারণেই ঈমানদারদের বিশ্বাস দ্বারা ইব্রাহিমের সন্তান বলা হয়। আল্লাহ্ কেন তোমাদের পাক-রুহ্ দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এত অলৌকিক কাজ করছেন তা ভেবে দেখুন। তোমরা শরীয়ত পালন করছ বলেই কি তিনি এই সব করছেন, নাকি সুসংবাদ শুনে ঈমান এনেছ বলে করছেন?

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

-২ করিন্থীয় ৫:২১ ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।

প্রশ্ন: ইব্রাহিম কতদিন আল্লাহর প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা দেখার আগে তার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন? ২৫ বছর। -পয়দায়েশ ১২:৪; পয়দায়েশ ২১:৫১।

প্রশ্নঃ কেন ইসাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল? যাতে আমরা, তার ভাই ও বোনেরা, অনন্তকালের জন্য মরতে না হয় এবং তাই আমরা মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাব। ঈসা বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করবেন, ঠিক যেমন ইব্রাহিম বিশ্বাস করেছিলেন যে আল্লাহ ইসহাককে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম ছিলেন যখন আল্লাহ ইব্রাহিমকে তার পুত্র ইসহাককে কোরবানি দিতে বলেছিলেন। যেটি এবাদতের একটি উৎসর্গমূলক কাজ হিসেবে।

আমরা এই পাঠে এই মহান সত্য থেকে কি শিখেছি?

আব্রাহাম আল্লাহর সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিলেন। যখন আমরা আল্লাহর সমস্ত প্রতিশ্রুতিতে ইব্রাহিমের ঈমানের সাথে বিশ্বাস করি, তখন আমরা সেইগুলিকে মৃতদের থেকে পুনরুত্থিত এবং নিখুঁত ঈসা মসিহের আদলে রূপান্তরিত হওয়ার চূড়ান্ত উপসংহারে পরিপূর্ণ দেখতে পাব।

-১ ইউহোন্না ৩:২ প্রিয় সন্তানেরা, এখন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু পরে কি হব তা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে আমরা জানি, মসীহ্ যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁরই মত হব, কারণ তিনি আসলে যা, সেই চেহারাতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাব।

- জবুর ১৬:১১ জীবনের পথ তুমি আমাকে শিখিয়েছ; তোমার দরবারে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ আর তোমার ডান পাশে রয়েছে চিরকালের সুখ।

ঈসা মসীহের প্রতি আমাদের ঈমান এবং আমাদের ভালবাসার ঘোষণার সাথে নিপীড়নও আসবে এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমরা কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত হয়েছি, যিনি আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন, যে আমরা সাহায্য করতে পারি না কিন্তু আজ কাউকে তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি?

এক উপায় আমরা ঈসা মসিহ আমাদের যে অবিশ্বাস্য নিশ্চিত আশা রয়েছে তা অন্যদের বলতে পারে আমাদের পরিত্রাণের দিন এবং ঘটনাগুলি লিখতে হবে ঠিক যেমন পল তার নিজের "নতুন জন্ম" প্রেরিত ৯ এ লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুগ্রহ করে আপনার নাজাতের গল্পটি আমাদের কাছে পাঠান যাতে আমরা আপনার সাথে আনন্দ করতে পারি। এবং আল্লাহর মহান কাজ মহিমান্বিত!

“অনুগ্রহ করে কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন এবং আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করুন: ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায়।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)